বিধ্বংসী পোকা ফল আর্মিওয়ার্মের আক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পোকা যার বৈজ্ঞানিক নাম *Spodoptera frugiperda*, পৃথিবীব্যাপি একটি মারাত্মক ক্ষতিকারক এবং বিধ্বংসী পোকা হিসাবে পরিচিত। এটি ভুট্টা, সরগম, তুলা, বাদাম, তামাক, বিভিন্ন ফল ও সবজিসহ প্রায় ৮০টি ফসলে আক্রমণ করে থাকে। তবে ভুট্টা ফসলে এর আক্রমণের হার সর্বাধিক। নভেম্বর ২০১৮ সনে ফল আর্মিওয়ার্ম পোকার আক্রমণ দেশের উত্তর এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহে প্রথম পরিলক্ষিত হয় এবং পরবর্তী গ্রীষ্ম মৌসুম ২০১৯ এ বেশ কয়েকটি অঞ্চলে আক্রমণের মাত্রা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় যা আগামী মৌসুমে ব্যপকতর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন ফসলে বিশেষত: ভুট্টা আবাদকৃত অঞ্চলসমূহে পোকাটি সনাক্ত ও নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরী।

পোকাটি চেনার উপায়

কীড়া দেখে নিম্নোক্ত উপায়ে পোকাটি সনাক্ত করা যায়ঃ

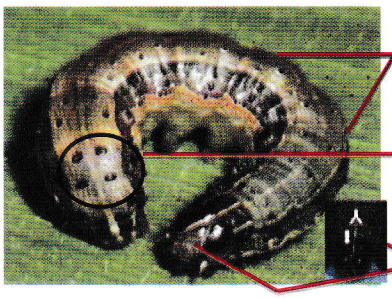

দেহের উপরিভাগে দুপাশে লম্বালম্বি ভাবে গাঢ় রংয়ের দাগ রয়েছে।

পিঠের ৮ম অংশের উপর দিকে চারটি কালো দাগ রয়েছে।

মাথায় উল্টা Y অক্ষরের মধ্যে জালের মত দাগ রয়েছে।

ভুট্টা গাছে ফল আর্মিওয়াম পোকা খাওয়ার লক্ষণ

জমিতে স্থাপিত ফেরোমন ফাঁদে ফল আর্মিওয়ার্ম এর পূর্ণাঙ্গ পোকা পাওয়া গেলে বা পোকার খাওয়ার লক্ষণ বা মল দেখে আক্রান্ত গাছ সনাক্ত করা যায়।

পোকাটি পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ

১. ভুট্টা বীজ লাগানোর পূর্বে কীটনাশক দিয়ে শোধন করে বপন করতে হবে। বীজ শোধক হিসাবে সায়ানট্রানিলিপ্রোল (ফরটেন্‌জা ৬০০ এফএস) প্রতি কেজি বীজে ২.৫ মি:লি: হারে (প্রয়োজন মত পানির সাথে) মিশিয়ে ১০-১২ ঘন্টা রাখার পর বপন করা যেতে পারে।

২. ভুট্টার চারা গজানোর সাথে সাথে পোকাটির অবস্থান সনাক্ত করা এবং সেই সাথে তাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। প্রতি বিঘা জমিতে ৪-৫ টি ফাঁদ (৫০ মি: দূরে দূরে) পেতে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

৩. চারা গজানোর পর হতে সপ্তাহে কমপক্ষে ১ দিন জমিতে সরাসরি খাওয়ার লক্ষণ বা মল দেখে আক্রান্ত গাছ সনাক্ত এবং আক্রমণ মাত্রা নির্ণয় করতে হবে।

৪. আক্রান্ত গাছ হতে ডিম বা সদ্য প্রস্ফুটিত দলবদ্ধ কীড়া সংগ্রহ করে মেরে ফেলা বা কমপক্ষে একফুট গভীর গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে।

৫. আক্রান্ত গাছ এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল (কমপক্ষে ৩০-৪০ মিটার এলাকা জুড়ে) তাৎক্ষণিকভাবে জৈব বালাইনাশক *স্পোডোপটেরা ফুজিপারডা* নিউক্লিয়ার পলিহেড্রোসিস ভাইরাস (এসএফএনপিভি) স্প্রে করতে হবে। এসএফএনপিভি না পাওয়া গেলে অন্য জৈব বালাইনাশক যেমন এসএনপিভি (প্রতি লিটার পানিতে ০.২ গ্রাম হারে বা ১৫ লিটার পানিতে ৩.০ গ্রাম হারে মিশিয়ে) ৭ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করা যেতে পারে।

৬. উপকারী পোকা, *ব্রাকন হেবিটর* আক্রান্ত এলাকায় অবমুক্ত করা যেতে পারে (হেক্টর প্রতি ৮০০-১২০০টি পোকা)।

৭. যদিও রাসায়নিক কীটনাশক দীর্ঘমেয়াদে এ পোকা দমনে তেমন কার্যকরী নয়, তবে একান্ত প্রয়োজনে স্পিনোসেড (ট্রেসার ৪৫এসসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৪ মি:লি: হারে বা সাকসেস ২.৫ এসসি প্রতি লিটার পানিতে ১.২ মি:লি: হারে) বা এমামেকটিন বেনজোয়েট (প্রোক্লেম ৫ এসজি প্রতি লিটার পানিতে ১.০ গ্রাম হারে) বা থায়ামিথক্সাম ২০% + ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল ২০% (ভিরতাকো ৪০ ডব্লিওজি প্রতি লিটার পানিতে ০.৬ গ্রাম হারে) বা ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল (কোরাজেন ১৮.৫এসসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মি:লি: হারে) আক্রান্ত ফসলে অনুমোদিত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিহিত অবস্থায় প্রশিক্ষিত ও নিবন্ধিত ব্যক্তির মাধ্যমে স্প্রে করতে হবে।

৮. আক্রান্ত ফসলে সেচ দেয়ার সময় হলে যতটুক সম্ভব প্লাবন সেচ প্রদান করতে হবে।

৯. আক্রান্ত জমিতে অবশ্যই পরবর্তী ফসল হিসাবে ভুট্টা বা এ পোকাটির অন্য পোষক ফসল চাষ না করে পোষক নয় এমন ফসল চাষ করলে এ পোকার আক্রমণ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিকটস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট/বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট/কৃষি তথ্য সার্ভিস ও আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র (CIMMYT) এ যোগাযোগ করুন। প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর: বাকৃগই (০২-৪৯২৭০১২৪, পিএবিএক্স: ৪৯২৭০০৪১-৮); বাগভুগই (০৫৩১-৬৩৩৪২); কৃষি তথ্য সার্ভিস (১৬১২৩); কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কন্ট্রোল রুম (০২-৪৮১১১০৪৯)।

ইউএসএআইডি এর অর্থায়নে আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশকাল: জানুয়ারি ২০২০
সহযোগিতায়: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট
এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর